দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 26 2002

টিএসসিতে শিবিরের 'সেবা' ॥ বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ইসলামী ছাত্রশিবির নিয়ন্ত্রিত 'সেবা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রে অফিস খুলে বসেছে। সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামে এটি ক্যাম্পাসে শিবিরের ভিত মজবুত করার কাজ করছে বলে জানা গেছে। ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ মূলধারার বাঙালী সংস্কৃতির চর্চাকারী সংগঠনসমূহের কণ্ঠে কর্তৃপক্ষ তালা মেরে দেয়। টিএসসির শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নামে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে টিএসসির কর্তৃত্ব তুলে দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ চলছে। মনুষ্যত্ববোধের চিরায়ত বাঙালী সংস্কৃতির বিপরীতে আফগানিস্তানের তালেবান শাসনের ভাবাদর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন ক্যাম্পাস সাজানোর (!) কাজ চালিয়ে যাচ্ছে'। গত এক মাসে কর্তৃপক্ষের কতিপয় ঘোষণা ক্যাম্পাসের ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহলকে বেশ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

টিএসসিতে শিবিরের

(১২-এর পাতার পর)

টিএসসি দখল সম্পর্কিত জনকণ্ঠের প্রথম রিপোর্ট প্রকাশের সময় টিএসসির উপদেষ্টা অধ্যাপক আবুল কালাম জনকণ্ঠকে বলেছিলেন– নির্বাচনের পর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা চলে গিয়েছেন– যেমন একটি বিশেষ ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা হল ছেড়ে চলে গেছে। এই বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস বলেছেন, একজন শিক্ষক যখন সত্যকে লুকানোর চেষ্টা করেন তখন কিছু বলার থাকে না। নির্বাচনের পর থেকে কেন আমাদের কক্ষগুলো তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো! তিনি বলেন, রুমগুলো ছেড়ে দেয়ার জন্য কেন বার বার নোটিস দেয়া হলো! সংস্কৃতির শক্তি অবিনাশী– সেটিকে ভয় পান বলে তিনি এসব করছেন। টিএসসিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কথা বলে নানা যুক্তি দেখিয়ে তিনি নতুন নীতিমালার ভিত্তিতে টিএসসি পরিচালিত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু নীতিমালা প্রণয়নের আগে 'সেবা' নামক এই সংগঠনকে কেন কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হলো সে প্রশ্নের জবাবে এই উপদেষ্টা একটি পত্রিকায় সাক্ষাতকারে বলেছেন– 'টিএসসিতে আমরা ইসলামী ভাবধারা কায়েম করব– তাতে কার কি বলার আছে!' তাঁর এই বক্তব্যের পর 'সেবা' ক্যাম্পাসে এবার ব্যাপকভাবে শিবিরের ভিত্তি শক্ত করতে কাজে নেমে পড়েছে। এই সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বিপাশ আনোয়ার বলেছেন, আসলে সংগঠনটি অনেকটা এনজিওর মতো। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব মেধাবী ছেলেদের টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে। খোঁজখবর নেয়। এটা মন্দ কিসে কিন্তু এই টাকাপয়সা কোথায় পায় সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। আবার এই টাকাপয়সা দেয়ার পিছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করছে সেটিও তিনি বলতে পারেন না বলে জানিয়েছেন। তবে ছাত্রদলের এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন– এভাবেই রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছিল। এখন শিবির এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিকল্পনা করে দুর্ধর্ষ অপারেশন চালায়। দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থবিরতা চলে এসেছে। এই ছাত্রদল নেতা বলেন, জোট সরকারের আনুকূল্য পেয়ে জামায়াত-শিবির এমনভাবে সংগঠনের কাঠামো সুদৃঢ় করছে যার ভোগান্তি বিএনপি ও ছাত্রদলকেও করতে হবে। ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ জনকণ্ঠকে নিশ্চিত করে বলেছেন, তিনি অনেক আগে থেকেই জানেন 'সেবা' সংগঠনটি শিবির পরিচালিত। এই সংগঠনের এক সময়ের সভাপতি এসএম স্কুলের ছাত্র ছিলেন, শিবির চিহ্নিত হওয়ার পর তাকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল বলে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি জানিয়েছেন।

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি শরিফুজ্জামান শরিফ জনকণ্ঠকে আরও বলেন, ক্ষমতাসীন জোট সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বিজয়গুলোকে সাম্প্রদায়িকীকরণের যে মহাপরিকল্পনা নিয়েছে তারই অংশ হিসাবে মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শে পরিচালনা করার জন্য একের পর এক এ ধরনের নীতিহীন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ক্যাম্পাসে আড্ডা বিষয়ক একটি কর্তৃপক্ষীয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃজনশীল আড্ডার কথা দেশবরেণ্য গুণী মানুষদের সাক্ষাতকারে মাঝেমধ্যেই শোনা যেত। আড্ডার নামে যে অশ্লীলতা সেটি বন্ধ করতে গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ক্যাম্পাসে ব্যাপক সংখ্যক লাইট এবং পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমান প্রশাসনের হুঁশিয়ারির পর আড্ডা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। রাতের ক্যাম্পাস কেমন যেন নির্জন হয়ে পড়েছে। তারুণ্যের আড্ডা, প্রাণ খুলে গল্প করা, সৃজনশীল ভাববিনিময় কিংবা প্রিয় আর প্রেয়সীর হৃদয় অনুভূতির আড্ডা হারিয়ে যেতে বসেছে।

ছাত্রদলের পদে থাকা এক শিবিরকর্মী কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে; কর্তৃপক্ষ ভালই করেছে।